বিএসইসি নিউজলেটার
বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন
২য় সংখ্যা | বর্ষ ১ | তারিখ : ১৬/১২/২০১৮খ্রি./ ০২ পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (বিএসইসি) ও সৌদি আরবের ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬/১১/২০১৮ তারিখ সৌদি বাদশাহ'র আমন্ত্রণে চার দিনের সরকারি সফরে মঙ্গলবার রিয়াদ গমন করেন। রাজকীয় প্রাসাদ আরগায় তিনি সৌদি যুবরাজ, উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান বিন আবদুল আজিজের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে বৈঠকে মিলিত হন।

এছাড়া তিনি বাদশাহ সৌদ রাজপ্রাসাদে সৌদি আরবের ব্যবসায়ীদের সংগঠন সৌদি চেম্বার এবং রিয়াদ চেম্বার অব কমার্স নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি পারস্পরিক স্বার্থেই আপনাদেরকে বাংলাদেশে ব্যবসা, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী চিন্তা নিয়ে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমরা যাতে আমাদের উন্নয়ন অভিযাত্রায় একে অপরের হাতে হাত রেখে চলতে পারি।' তিনি দেশের পারস্পরিক স্বার্থে সৌদি উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, এই ব্যাপারে তার সরকার সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করতে প্রস্তুত।

উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই সফরে বাংলাদেশ ও সৌদি আরব শিল্প ও বিদ্যুত খাতে সহযোগিতা সংক্রান্ত পাঁচটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। রিয়াদে বাদশাহ সৌদ প্রাসাদে সমঝোতা স্মারকগুলো স্বাক্ষরিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাউন্সিল অব সৌদি চেম্বার ও রিয়াদ চেম্বার অব কমার্স নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের পর স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন। সমঝোতা স্মারকগুলো হলোঃ বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্টিজ ও সৌদি আরবের ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশনের মধ্যে সহযোগিতার নীতিমালা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন ও সৌদি আরবের হানওয়াহ্ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মধ্যে নির্মাণ সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক, বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (বিএসইসি) ও সৌদি আরবের ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক, বাংলাদেশে সৌর বিদ্যুত প্রকল্প উন্নয়ন বিষয়ে বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয় ও সৌদি আরবের আলফানার কোম্পানির মধ্যে সমঝোতা স্মারক এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা) ও সৌদি আরবের আল বাওয়ানী কো. লি.-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব জনাব সাজ্জাদুল হাসান বাংলাদেশের পক্ষে এ সকল সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

সিএসসির চেয়ারম্যান সামি এ আলাবাদি, সিএসসির মহাসচিব সৌদ এ আলমাসারি এবং বাংলাদেশে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ এইচ এম আল-মুতাইরি এ সময় উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব এ এইচ মাসুদ আলী, শেখ হাসিনার বেসরকারি খাত বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান, বিডার চেয়ারম্যান কাজী মো. আমিনুল হক, পররাষ্ট্র সচিব জনাব মো. শহীদুল হক, সৌদি আরবে বাংলাদেশের মান্যবর রাস্ট্রদূত জনাব গোলাম মসি প্রমুখ।

বিএসইসি ও জাপানের হোন্ডা'র যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লি. মোটরসাইকেল উৎপাদন কারখানার উদ্বোধন

বছরে এক লাখ মোটরসাইকেল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বিশ্ব বিখ্যাত মোটরসাইকেল ব্র্যান্ড হোন্ডার নতুন কারখানা সম্প্রতি মুন্সীগঞ্জের আব্দুল মোমেন ইকোনমিক জোনে ২৫ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত কারখানাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি ।

২৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) ও জাপানের হোন্ডা কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় । প্রতিষ্ঠিত কারখানায় হোন্ডার ৭০ শতাংশ এবং বাকি ৩০ শতাংশ বিনিয়োগ করেছে বাংলাদেশ স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন (বিএসইসি)।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ইন্টার-পার্লামেন্ট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি, বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড'র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব পবন চৌধুরী, বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব হিরোয়াসু ইজুমি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি বলেন, 'এটি জাপান ও বাংলাদেশের বিনিয়োগের একটি সফল দৃষ্টান্ত। আজ থেকে এতে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হলো। পাঁচ বছরের প্রচেষ্টায় হোন্ডা ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেল সংযোজন থেকে নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে উৎপাদন শুরু হলো। এর মাধ্যমে জাপান বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় বিনিয়োগ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে।'

তিনি আরো বলেন, '২০২৫ সালের মধ্যে মোটরসাইকেল শিল্প খাতের উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করছি। শিল্প মন্ত্রণালয় জাতীয় মোটরসাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতি ২০১৮ প্রণয়ন করেছে। এরই মধ্যে এ খাতে কয়েক হাজার দক্ষ জনবল সৃষ্টির পাশাপাশি দেড় হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এ শিল্প খাত বিলিয়ন ডলারে পরিণত হবে।'

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ২০১৭ সালের ৫ নভেম্বর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাত্র এক বছরের মধ্যে কারখানাটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে যেতে সক্ষম হলো। এই কারখানায় বছরে এক লাখ মোটরসাইকেল উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে। বাজার প্রবণতা বুঝে এখানে ২০২১ সালের মধ্যে দুই লাখ মোটরসাইকেল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে কারখানাটিতে ৩৯০ জন জনবল কর্মরত রয়েছে।

হোন্ডা মোটর কোম্পানির সিনিয়র ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও প্রডাকশন অপারেশন চিপ আফিসার ইয়োশি ইয়ামানে বলেন, হোন্ডার ২০৩০ সালের লক্ষ্য হলো বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনের সম্ভাবনা উজ্জল করার জন্য কাজ করা। নতুন এই কারখানা আমাদের সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিক পথে এগিয়ে নেওয়ার ইঙ্গিত দেয়। হোন্ডা নতুন কারখানা থেকে উন্নতমানের পণ্য সরবরাহ করে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ হোন্ডা লিমিটেড'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়োইচিরো ইশ বলেন, 'সুলভ মূল্যে সেরা মানের পণ্য সরবরাহ করে এ দেশের মানুষের জীবনের গতিশীলতা বৃদ্ধি করতঃ জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন ও বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড'র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান জানান যে, ইতোমধ্যে বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড এ বিএসইসি'র বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন এর ৩০% শেয়ার অক্ষুন্ন রাখতে ২০৪ (দুইশত চার) কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। তিনি জানান ইতোমধ্যে প্রথম কিস্তিতে ৮৯.৬৭ (উননব্বই দশমিক সাতষট্টি) কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। বিএসইসি'র চেয়ারম্যান আশাব্যাক্ত করেন- হোন্ডা এগিয়ে যাবে এবং বাংলাদেশের জনগন এর সুবিধা পাবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

পাঁচ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাফল্য সম্পর্কে প্রেস ব্রিফিং

শিল্প মন্ত্রণালয়ের গত ৫ বছরের সাফল্য তুলে ধরতে ৬/১২/২০১৮ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি, শিল্প সচিব আবদুল হালিমসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। শিল্পমন্ত্রী জানান, শিল্পসহায়ক বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে গত ৫ বছরে জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩৪ শতাংশ। রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ এবং রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনে শিল্প মন্ত্রণালয় উপযোগী আইন ও নীতি সংস্কার করেছে। মন্ত্রণালয়ের এসব পদক্ষেপের সুফল ভোগ করছে শিল্প খাত। ফলে রপ্তানি আয় বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩৭ বিলিয়ন ডলার। মাথাপিছু আয় বেড়ে এখন এক হাজার ৭৫১ ডলারে পৌঁছেছে। পরবর্তীতে তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ওয়ারী বিগত ৫ বছরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বিভিন্ন গণ মাধ্যমের নিকট উপস্থাপন করেন।

বাংলাদেশ স্টীল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশনের (বিএসইসি) সাফল্য তুলে ধরে শিল্পমন্ত্রী বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ সংযোজনের মাধ্যমে অত্যাধুনিক মিৎশুবিশি পাজেরো স্পোর্টস কিউএক্স জীপ বাজারজাত করছে। জাপানের হোন্ডা মোটরসের সঙ্গে যৌথ বিনিয়োগে দেশে হোন্ডা মোটরসাইকেল উৎপাদন ও বাজারজাত করা হচ্ছে সাফল্যের সঙ্গে। ইস্টার্ন টিউবস লি. এ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সিএফল বাল্ব উৎপাদনের পাশাপাশি অধিকতর বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি বাল্ব উৎপাদনের প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া এটলাস বাংলাদেশ লি. এর সাথে টিভিএস বাংলাদেশ লি. এর করপোরেট সমঝোতা স্মারক করা হয়েছে।

গাজী ওয়্যারস্ লিঃ (গাওলী) এর উন্নয়নে "গাজী ওয়্যারস্ লিঃ (গাওলী)-কে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। গাজী ওয়্যারস্ লিঃ (গাওলী) এর উন্নয়নে "গাজী ওয়্যারস্ লিঃ (গাওলী)-কে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরন" শীর্ষক ৬৮.৯৮ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গত ৩০/১০/২০১৮ তারিখে একনেকের অনুমোদন লাভ করেছে ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে পায়রা বন্দর এলাকায় মোট ১০৫.০০ একর জমিতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপন এবং বরগুনায় জাহাজ রিসাইক্লিং প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বরগুনায় জাহাজ রিসাইক্লিং প্রকল্পের জন্য পরিবেশ মন্ত্রণালয় হতে ছাড়পত্র পাওয়া গেছে।

প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর নিজস্ব অর্থায়নে ঢাকার তেজগাঁও-এ প্রগতি টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প প্রস্তাবের সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রসহ শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় ৩৮৬.৮২ কোটি টাকা এবং বস্তবায়ন মেয়াদ জুন ২০২৩ সাল।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম এর বিএসইসি'র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান জিইএমকোলি. পরিদর্শন

শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম ০৩/১১২০১৮ তারিখে বিএসইসি'র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লি. (জিইএমকোলি.) পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে শিল্প সচিব একটি মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান, প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌঃ মোঃ তৌহিদুজ্জামান, গাজী ওয়্যারস লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুস সবুর, জিইএমকোলি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সুলতান আহাম্মদ ভূঁইয়াসহ অনান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। সভায় জিইএমকোলি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম সচিব মহোদয় কে অবহিত করতে পাওয়ারপয়েন্টে উপস্থাপন করেন। শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম বলেন, প্রতিযোগীতামূলক বাজারে ব্যবসা করেতে হলে প্রাইভেট কোম্পানীর মত বিপণন (মার্কেটিং) কার্যক্রম চালু করতে হবে। বিপননের জন্য বিভিন্ন ম্যাগাজিন, স্মরণিকা, পাবলিকেশনে প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে বিশেষ করে আইইবি, ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, ইন্সটিটিউট অব ডিপ্লোমাইঞ্জিনিয়ার্স কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনার, ম্যাগাজিন, স্মরণিকা, পাবলিকেশন ইত্যাদিতে বিজ্ঞাপন দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি পিপিআর-২০০৮ এর আলোকে সরাসরি ক্রয়ের বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার লক্ষ্যে জিইএমকো তথা বিএসইসি'র সকল প্রতিষ্ঠানের নাম অর্ন্তভুক্তির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর চিঠি প্রদানের লক্ষ্যে খসড়া চিঠি মন্ত্রণালয়ে প্রেরনের পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন ধরনের প্রমোশন যথা: উপহার, আপ্যায়ন, সাবকন্ট্রাকট/আউটসোর্সিং, এক্সিবিশনের মাধ্যমে বিপণন কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। তিনি পণ্যের বিপনন ও বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য ক্রেতাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ, বিভিন্ন ইভেন্ট মেনেজমেন্ট কোম্পানীর সহায়তা গ্রহনসহ অনান্য বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মতো পণ্য বিপণনের জন্য নির্দিষ্ট বাজেটের সংস্থান করতে হবে। তিনি বলেন বর্তমান সরকার দেশের সকল মানুষের জন্য বিদ্যুৎ সংস্থানের অঙ্গীকার করেছেন। এর ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যবহৃত ট্রান্সফরমারের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। তাই বাজারে ট্রান্সফরমারের চাহিদা পূরণ এবং প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের সকলকে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বিএসইসি'র চেয়ারম্যান বলেন, বর্তমান যুগে সোস্যাল মিডিয়া পণ্য বিপননের একটি কার্যকরী মাধ্যম। তাই আমাদের প্রতিষ্ঠানসমূহের ফেজবুক পেইজ তৈরী করে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংযুক্ত করতে হবে এবং প্রচার প্রচারণা বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের সাধ্যানুযায়ী রেডিও, টেলিভিশন, ম্যাগাজিন, পেপার, স্মরণিকা ইত্যাদির মাধ্যমে পণ্যের বিপণন কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। তিনি ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মানে জিইএমকো যেন গুরত্বপূর্ন ভুমিকা রাখতে পারে সে জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং আন্তরীকভাবে তা বাস্তবায়নের করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

পরিচালক(পরিঃ ও উন্নঃ) এর যোগদান

প্রকৌশলী মোঃ আশিকুর রহমান ০৪/১১/২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) এর পরিচালক(পরিঃ ও উন্নঃ) হিসেবে যোগদান করেন। ইতো:পূর্বে তিনি প্রকল্প পরিচালক হিসেবে বেজা, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন।

পরিচালক(উৎঃ ও প্রকৌঃ) এর যোগদান

জনাব খালেদ মামুন চৌধুরী, যুগ্নসচিব ২৫/১১/২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) এর পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। ইতো:পূর্বে তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিশ্বব্যাংক অর্থায়নে Export Competitiveness for Jobs (EC4J) প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

চেয়ারম্যান বিএসইসি'র গাজী ওয়্যারস লিঃ পরিদর্শন

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন এর চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব ০৪/১১/২০১৮ তারিখে গাজী ওয়্যারস্ লিঃ পরিদর্শন করনে। গাজী ওয়্যারস্ লিঃ এর সকল শ্রমিক, কর্মচারি ও কর্মকর্তাদের সাথে একটি মতবিনিময় সভা করেন। সভায় তিনি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রণীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সকলকে একযোগে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি অদক্ষ শ্রমিককে দক্ষ শ্রমিক-এ পরিনত করাসহ প্রোডাক্ট ডাইভারসি-ফিকেশন এর বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। পরবর্তীতে তিনি গাজী ওয়্যারস লিঃ-এর পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া অধুনিকায়নের কার্যক্রম হিসাবে নিজস্ব অর্থায়নে স্থাপিত নতুন মেশিনারিজ Vertical Enameling Machine পরিদর্শন করেন। তিনি আশা ব্যক্ত করেন যে, নতুন মেশিনারিজ স্থাপিত হওয়ায় অধিক গুনগত মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদিত হবে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ্য যে, পূর্বে উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪২৫ মে.টন এবং বর্তমানে করা হয়েছে ৬০০ মে.টন। এর ফলে ডিপিডিসি, ডেসকো, পিডিবি, আরইবি, ডব্লিউজেডপিডিসিএল, পিজিসিবিসহ সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা পূরন করা সম্ভব হবে।

এছাড়া তিনি ক্রেতা সাধারণকে সর্বাধিক সুযোগ সুবিধা প্রদানে প্রতিষ্ঠানে চালুকৃত ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের কার্যক্রম পরিবিক্ষণ করেন। গাজী ওয়্যারস লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, পূর্বে একজন ক্রেতাকে পণ্য ক্রয়ে অধিক সময় অপচয় করতে হতো। কিন্তু বর্তমানে ক্রেতা সরাসরি অফিসে এসে বিক্রয় বিভাগে যোগাযোগ করেন। ক্রেতা যদি মূল্য জানতে চান তাহলে তাকে তৎক্ষনিকভাবে মূল্য জানিয়ে দেয়া হবে। তারপর ক্রেতা যে সাইজের যে পরিমাণ মালামাল ক্রয় করতে চান তা স্টকে আছে কি না সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটার থেকে চেক করে জানিয়ে দেয়া হবে। ক্রেতা যদি পূর্ব থেকে ই-মেইলের মাধ্যমে মালামাল মূল্য জেনে কার্যাদেশ নিয়ে আসেন সেক্ষেত্রে উপরোক্ত কার্যক্রম প্রয়োজন পড়বে না। ক্রেতা তার চাহিদাকৃত মালামাল বিক্রয় বিভাগের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক অনুমোদনপূবর্ক ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের জন্য বলা হবে এবং ক্রেতা ক্যাশ শাখায় না গিয়ে এক অবস্থানে থেকেই মালামালের মূল্য বিক্রয় বিভাগে পরিশোধ করবেন। বিক্রয় বিভাগের প্রতিনিধি উক্ত অর্থ হিসাব বিভাগে জমা দিবেন এবং ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের রশিদ তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করবেন। এরই মধ্যে বিক্রয় বিভাগ বিক্রয় ভান্ডারকে ক্রেতার চাহিত মালামাল চেকিং এর জন্য প্রস্তুত করতে বলবেন এবং ক্রেতার উপস্থিতিতে মালামাল চেকিং সম্পন্নপূর্বক বিক্রয় বিভাগ কর্তৃক কম্পিউটারের মাধ্যমে সরবরাহ চালান, গেইট পাশ, ভ্যাট চালান সরবরাহ করা হবে এবং ক্রেতাকে স্বল্প সময়ের মধ্যে মালামাল সরবরাহ করা হবে। উল্লেখ্য যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে গাজী ওয়্যারস লি. ৪০.৩৫ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদন ও ৫৬.৬২ কেটি টাকার পণ্য বিক্রয় করে এবং রাস্ট্রীয় কোষাগারে ভ্যাট-ট্যাক্স হিসেবে ১৬.৪৮ কেটি টাকা প্রদান করেছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ে সৌদি আরবের ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশন কোম্পানি লি. এবং বিএসইসি'র মধ্যকার সভা

২২/১১/২০১৬ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে সৌদি ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশন লি. এর প্রতিনিধি ও শিল্প মন্ত্রণালয় এর অধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) এর মধ্যে বিনিয়োগ সম্ভাব্যতা বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান, পরিচালক বাণিজ্যিক জনাব নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ, পরিচালক (পারিঃ ও উন্নঃ) জনাব মোঃ আশিকুর রহমান, মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সৌদি ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশন লি. এর প্রতিনিধী দলের দলনেতা জনাব মোহাম্মদ এন আল হিজ্জি সহ অনান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। সভায় বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান জিইএমকো লিঃ এ নতুন প্লান্ট স্থাপন বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া সৌদি আরবের ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশন প্রতিনিধিদল শীঘ্রই একটি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন এবং একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবনা দাখিল করবে-মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য যে, সৌদি আরবের ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশন কোম্পানি লিমিটেড এর প্রতিনিধি দল গত ১৭ ও ১৮ নভেম্বর বিএসইসি'র অধীন প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রনিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি (জিইএমকো) পরিদর্শন করে সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করে। জিইএমকোতে নতুন কারখানা স্থাপনের জন্য সৌদি বিনিয়োগকারী প্রতিনিধি দলকে প্রতিষ্ঠানটির অব্যবহৃত ২১.৯৪ একর জমি ও ৯৬০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ০৩ (তিন) টি শেড দেখানো হয়। প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ চলমান কারখানাটিও পরিদর্শন করেন এবং ইহার উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন। তাঁরা যৌথভাবে ট্রান্সফরমার উৎপাদন/ বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে জিইএমকোতে আধুনিক ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সামগ্রী প্রস্তুত করা সম্ভব বলে মন্তব্য ব্যক্ত করেন।

টিভিএস বাংলাদেশ লি. এবং এটলাস বাংলাদেশ লি. এর মধ্যে অনুষ্ঠিত সভা

টিভিএস বাংলাদেশ লি. এবং বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান এটলাস বাংলাদেশ লি. (এবিএল) এর মধ্যে ২৯/১০/২০১৮ তারিখে বিএসইসি'র সম্মলেন কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এবিএল-এর এ্যাসেম্বলী লাইন সংস্কার, সংযোজন ও আধুনিকীকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে মোটরসাইকেলের খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরীর কারখানা যৌথভাবে স্থাপনের বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনান্তে টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিমিটেড মোটরসাইকেল এ্যাসেম্বলী লাইন এর নকশা এবং সিভিল ওয়ার্কস এর কার্যক্রম সম্পর্কিত একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করে। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান, পরিচালক (বাণিজ্যিক) জনাব নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ, এবিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আ.ন.ম কামরুল ইসলাম ও টিভিএস বাংলাদেশ লি এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সিইও জনাব বিপ্লব কুমার রায় এবং জিএম উৎপাদনসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধি দলের সাথে বিএসইসি'র অনুষ্ঠিত সভা

২৩/১০/২০১৮ তারিখে বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধি দলের সাথে বিএসইসি'র একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বিএসইসি'র পরিচালকমন্ডলী, সচিব-বিএসইসি, মনিটরিং সেল অর্থ বিভাগ, অর্থ বিষয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ। সভায় বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধি বাংলাদেশের SOE (State Owned Enterprise) এর ব্যবস্থাপনা পলিসি, Performance Evaluation System, Performance Evaluation Eystem উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপ, বাংলাদেশের SOE (State Owned Enterprise) Performance Evaluation System এর কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আগ্রহী এ বিষয় গুলি সম্পর্কে অবগত হতে চায়। সে পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধির নিকট উল্লিখিত বিষয় গুলির সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা পেশ করা হয়। পরবর্তীতে বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধি'র সাথে বিএসইসি'র বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময়সহ নলেজ শেয়ার করা হয়। বিএসইসি প্রধান কার্যালয়ে সভা শেষে বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধি দল ও বিএসইসি'র প্রতিনিধি দল বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান এটলাস বাংলাদেশ লিঃ এবং ন্যাশনাল টিউবস লিঃ পরিদর্শন করেন। বিএসইসি'র প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন পরিচালক (বাণিজ্যিক) জনাব নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ, অতিরিক্ত সচিব।

বিভিন্ন পদে বিএসইসি'র নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

বিএসইসিসহ নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শূণ্য ৫৫টি বিভিন্ন পদে (হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা/ নিরীক্ষা কর্মকর্তা/ শেয়ার কর্মকর্তা, সহঃ হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা/ সহঃ নিরীক্ষা কর্মকর্তা/সহঃ শেয়ার কর্মকর্তা, সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রোগ্রামার, উপ-সহকারী প্রকৌশলী) নিয়োগ পরীক্ষসমূহ সরকারী বিজ্ঞান কলেজ, ফার্মগেট, তেজগাঁও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ফার্মগেট ও সরকারী বিজ্ঞান কলেজ, ফার্মগেট-ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ৫৫টি পদের বিপরীতে মোট ১৪,৬৭৪টি আবেদনপত্র জমা পড়ে।

বিএসইসি'র ৪/২০১৮ (২০)তম সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

১৬/১০/২০১৮ তারিখে বিএসইসি'র ৪/২০১৮ (২০)তম সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিএসইসি'র পরিচালক-মন্ডলী, সকল বিভাগের প্রধানগণ এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ। সভায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বিএসইসি ও শিল্প প্রতিষ্ঠান-সমূহের প্রণীত ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি, দাপ্তরিক কার্যক্রম অটোমেশনে ERP (Enterprise Resource Planning) প্রকল্প বাস্তবায়নসহ বিএসইসি'র উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বিএসইসি'র ১ম অভ্যন্তরীন স্টাফ সভা অনুষ্ঠিত

১৬/১০/২০১৮ তারিখে বিএসইসি'র সভাকক্ষে প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সিবিএ প্রতিনিধির অংশগ্রহণে অভ্যন্তরীন স্টাফ সভা (Staff Meeting) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান। সভায় বিএসইসি'র সার্বিক উন্নয়ন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, সমস্যা ও এর সুষ্ঠু সমাধানে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় প্রতিমাসের ১ম ও ৩য় রবিবার কে ক্লিনিং ডে হিসেবে ঘোষনা করা হয়। ক্লিনিং ডে-তে নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারি নিজ ডেস্কে ফাইল পত্র সাজাবেন, নিজ টেবিল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও কম্পিউটারের ডেস্কটপসহ অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় ফাইল মুছে ফেলবেন

এবং কম্পিউটারের ভাইরাস ক্লিনিং করবেন। তিনি সময়ের কাজ সময়ে শেষ করা এবং "আগে পরিকল্পনা ও পরে কার্যসম্পাদন" ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ প্রসংগে তিনি বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে লব্ধ অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। প্রত্যেকটি কাজ ও করপোরেশনের অর্থ নিজের কাজ ও অর্থের মত নিয়ম নীতি অনুসরণ করে নির্বাহ করলে করপোরেশনের উত্তরোত্তর উন্নতি হবে। সভায় এ সংক্রান্ত গ্রহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে জরুরি পদক্ষেপ নেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। তাছাড়া ভালো কাজের প্রনোদনা ও খারাপ কাজের ভৎসনা থাকবে-মর্মে অবহিত করা হয়।

Narayan Chandra Debnath
Director (Commerce)
&
Additional Secretary

Marketing Plan and Marketing Strategy

What is marketing strategy: Marketing strategy focuses on what we want to achieve for our business. Basically strategies depend upon the plans that are required for preparation of marketing strategies. How we will achieve the goals and these plans are classified into short term, medium term and long term. Short term plans are required for achieving goals for a particular period of one year. Good Marketing strategy incorporates what we know about "How we fit into the market and the 5Ps of marketing to develop the tactics and actions that will achieve our marketing objectives." The 5ps are- product, price place, promotion and people.

When is a Marketing Strategy developed?

The Marketing Strategy is created before our starting of business. It requires information based study. We cannot effectively market our home business without understanding-

a) How it fits into the market place;
b) Our competition;
c) How we will complete;
d) What we need to achieve our financial goals.

The information we are getting in creating the marketing strategy is then used to create our marketing plan, and to start our business.

Before creating our marketing strategy, we need to know-

1) How our product or business services benefits others, the quality and need.
2) How it is unique to other business in the market place, the cost and quality need.

Further we need to do market research to understand-

a) Our competitors to whom we have to compete
b) Our target market and market share assessment
c) Other factor that will impact our ability to reach,
d) Persuade people and our business society including prospective buyers.

Once we have our research, we can prepare our marketing strategy incorporating the 5Ps of our marketing mix. This are-

Product: What we are selling that is product or services?
Price: What will it cost to get our product or service?
Place: Where will our product, and services are available for purchase that is show rooms or delivery centre.

Promotion: How we are going to let the market know about our product or services is product promotion or advertisement. How we will tell them about the features and benefits we provide and to persuade them to check out what we offer. What marketing tactics we will use. What we anticipate will be the results of each method. We have to include information about any incentives or coupons we will use to attract business.

People: This is a newly added "p" to the marketing mix, and is important if other people are involved in helping us to create for delivering of our product or services.

Who are these people?

Sales people

Efficient assistants

What they do?

Sales calls

Customer service

We have to map their level of training and/or experience in providing help to our business. When we are creating our strategy, we have to be specific, using detailed steps, visuals and budget projections. Keep our brand (our promise to customer) in mind so as to our marketing strategy fits with what we want the customer to experience when they are doing business with us. We should economy to refer our marketing strategy as to develop, assess or change our marketing plan. Along with a quality product or service, sources of training also want to see that we understand and have a plan for creating our market. In case of fail, our efforts will go in vain. Basically we are in need of marketing strategy that requires the idea of some concepts-

- Production concept: considers improving production and distribution process efficiently.
- Product concept: indicates most quality performance and innovative features.
- Selling concept: hints large scale selling and promotion efforts.
- Marketing concept: it needs and wants are target markets determination and the desired satisfactions are delivered more effectively and efficiently than competitors do.
- Social marketing concept: includes company's profit, consumer wants and society's interest.

Selling concept versus marketing concept: the selling concept and the marketing concept sometimes confused. These concepts are contrasted. Selling concept maintains that an organization's sales will be high only when it undertakes a large scale selling and promotion effort. In turn the marketing concept maintains that organizational goal can be achieved when the needs and wants of target markets are determined and the desired satisfactions are delivered more effectively and efficiently than competitors do. The marketing concept is often stated in exciting ways. For example- "BSEC is not satisfied until your satisfaction."

The selling concept's starting point is factory. It focuses on existing products and means of selling that is "selling and promotion". Its ending point is "profit through sales volume". On the other hand the marketing concept's starting point starts from "market" and it focuses on "customer needs" means of achieving the concept is "integrated marketing". It ends "profit through customer satisfaction".

এক নজরে বিএসইসি'র চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ।

এটলাস বাংলাদেশ লিঃ
- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৬ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর
- ✓ জমির পরিমান ঃ ৯.৬২ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ১১০.৩১ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ১৭৫ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ জংশেন ব্রান্ড মটর সাইকেল
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ৭০০০
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন

বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ
- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৮০ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর
- ✓ জমির পরিমান ঃ ০.৮৯ একর
- ✓ মূলধন ঃ ০৪.০০ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ৮৩ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ সোর্ড ব্লেড (শেভিং ব্লেড)
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ৩.৭৫ কোটি পিছ
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ বিএসটিআই সনদ প্রাপ্ত, ISO9001 ঃ 2008

ন্যাশনাল টিউবস লিঃ
- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৪ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর
- ✓ জমির পরিমান ঃ ১৪.৩১ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ৪৪.৬৭ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ২১২ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ এপিআই, এমএস ও জিআই পাইপ
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ১০০০০ মেট্রিক টন
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ এপিআই এবং আইএসও ৯০০১ঃ২০০৮ সনদপ্রাপ্ত

ইস্টার্ন টিউবস লিঃ
- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৪ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা
- ✓ জমির পরিমান ঃ ১.০০ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ২২.০২ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ১৩০ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ বিভিন্ন ওয়াটের টিউব লাইট, সিএফএল বালব, এলইডি বালব
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ টিউব লাইট ৪.৮০লাখ ও সিএফএল বালব ১.৫ লাখ
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ BSTI, ISO9001 ঃ 2008

ইস্টার্ন কেবলস লিঃ
- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৭ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ চট্টগ্রামের পতেঙ্গা
- ✓ জমির পরিমান ঃ ২৫ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ৭২,১৪ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ২৪৮ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ বিভিন্ন প্রকার বৈদ্যুতিক তার
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ৪৫০০ মেট্রিক টন
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ জার্মান ষ্ট্যান্ডার্ড, ব্রিটিশ ষ্ট্যান্ডার্ড ও ISO9001 ঃ 2008 ও BSTI সনদপ্রাপ্ত

প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৬ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের বাড়বকুন্ড
- ✓ জমির পরিমান ঃ ২৪.৭৫ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ২২৮.৮৩ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ৩১৯ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ বিভিন্ প্রকার যানবাহন
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ১৩০০টি যানবাহন
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন

গাজী ওয়্যারস লিঃ
- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৬ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ চট্টগ্রামের কালুরঘাট শিল্প এলাকা
- ✓ জমির পরিমান ঃ ৩.৮৯ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ২২.৮০ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ১২৪ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ সুপার এনামেল তামার তার
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ৪৫০ মেট্রিক টন
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ ব্রিটিশ ষ্ট্যান্ডার্ড ও বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ড, যা ISO9001ঃ2008 ও BSTI সনদপ্রাপ্ত

জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুঃ কোং লিঃ
- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৯ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ চট্টগ্রামের পতেঙ্গা
- ✓ জমির পরিমান ঃ ১০০.০০ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ৮২.০৪ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ১৮৯ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ বিতরণ ও পাওয়ার ট্রান্সফরমার (□ এমভিএ পর্যন্ত), এইচটি ও এলটি সুইচগিয়ার, বিতরণ প্যানেলস, ড্রপ আউট ফিউজ, লাইটনিং এ্যারেষ্টর, ইত্যাদি)
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ১৮৭৫ টি
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ আইএসও ৯০০১ ঃ ২০১৫

ঢাকা স্টীল ওয়ার্কর্স লিঃ
- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৪ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর
- ✓ বন্ধ হয় ঃ ১৯৯৪ সালে
- ✓ পুনরায় চালুকরণ ঃ ০৮/০৭/২০১৮
- ✓ জমির পরিমান ঃ ১৭.০০ বিঘা
- ✓ মূলধন ঃ ২.৫০ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ১৫ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ এমএস রড
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ৩০০০ মেঃ টন
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ

"সরকারি যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠান (প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ)-এর সংযোজিত গাড়ী ক্রয়ে অগ্রাধিকার প্রদান"

- **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ**

"এখন হতে সকল সরকারি procurement-এর ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্রয় করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় মালামাল না পাওয়া গেলে বাহির থেকে ক্রয় করা যাবে।"

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
- একনেক সভা

"সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে সরাসরি ক্রয়ের বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা"

- **পাবিলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮**
- **বিধি ৭৬(১)(ছ)**

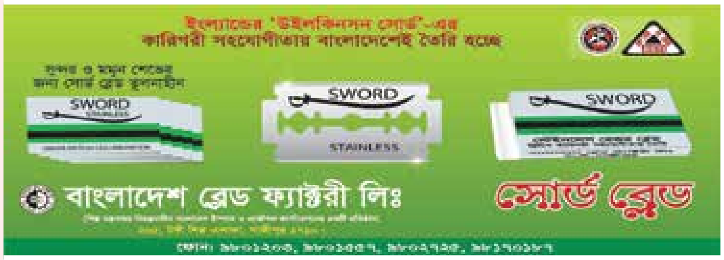

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন

বিএসইসি ভবন, ১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১২১৫।

ফোন ঃ ০২-৯১৪১০৭৩, ০২-৮১৮৬৪১, ০২-৮১২০৫৭৩, ০২-৯১৪০৭৯৬

ফ্যাক্স ঃ ০২-৮১৮৯৬৪২, ই-মেইল ঃ bsecheadoffice@gmail.com

info@bsec.gov.bd, ওয়েব সাইট ঃ www.bsec.gov.bd

সম্পাদনা কমিটি

জনাব নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ, অতিরিক্ত সচিব ও পরিচালক, বিএসইসি।

ড. মোঃ আমিরুল মমিন, সচিব বিএসইসি।

জনাব মোঃ পান্নু মোল্যাহ্, উপ প্রধান ব্যক্তি প্রশাসন কর্মকর্তা, বিএসইসি।

জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, সিস্টেম এনালিস্ট ও বিভাগীয় প্রধান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) এমআইএস ও আইসিটি বিভাগ, বিএসইসি।

জনাব নাদিম হোসেন, ব্যবস্থাপক সমন্বয় ও পিএস টু চেয়ারম্যান, বিএসইসি।